যুব প্রবণতা

আগস্ট ২০২৫

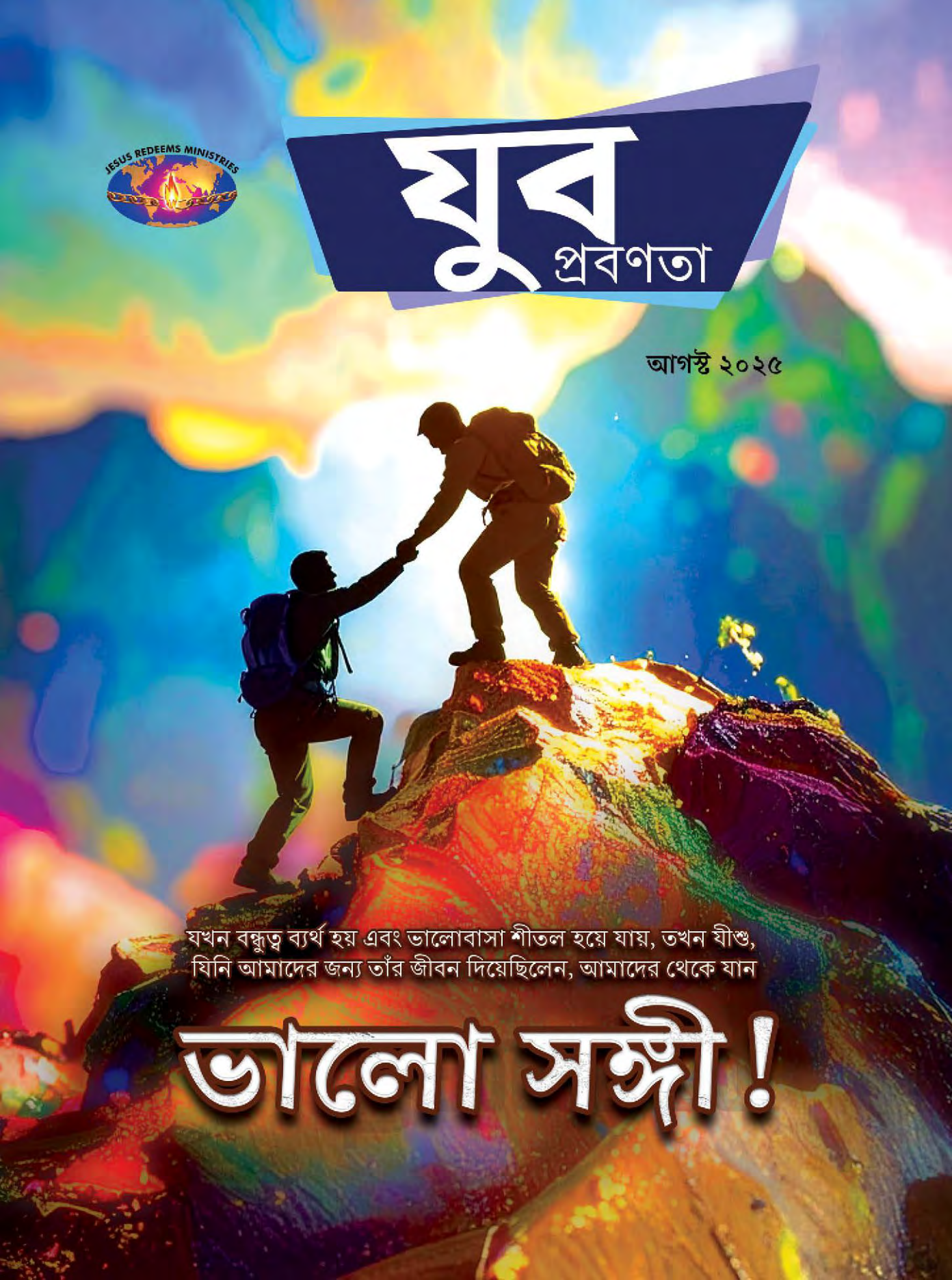

যখন বন্ধুত্ব ব্যর্থ হয় এবং ভালোবাসা শীতল হয়ে যায়, তখন যীশু, যিনি আমাদের জন্য তাঁর জীবন দিয়েছিলেন, আমাদের থেকে যান

ভালো সঙ্গী !

ভূমিকা

ভূমিকা

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা,

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অতুলনীয় নামে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই!

এই সত্যটি কখনো ভুলে যেও না - তোমরা, যুবকেরা, শক্তিশালী! বাইবেলে, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণকারী প্রতিটি যুবককে ক্ষমতায়িত এবং পরাক্রমশালীভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের মধ্যে দুজন বীর পুরুষ ছিলেন -দায়ূদ এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু যোনাথন। তাদের বন্ধুত্ব প্রজন্মের জন্য এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে আছে।

যদিও সিংহাসনের জন্য পরবর্তী প্রার্থী ছিলেন যোনাথন, তিনি দায়ূদকে এতটাই গভীরভাবে ভালোবাসতেন যে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে একিভূত হওয়ার জন্য নিজের অধিকার এবং আকাঙ্ক্ষাকে একপাশে রেখেছিলেন। এই মহান ভালোবাসার কারণে,যোনাথন দায়ূদকে তার রাজকীয় পোশাক, তার কোমরবন্ধন, তার তরবারি,
তার উত্তরীয় এবং তার ধনুক -যা রাজকীয়তার প্রতীক ছিল - সবকিছু দিয়েছিলেন। এটি করার মাধ্যমে, তিনি দায়ূদকে রাজার মতো পোশাক পরিয়েছিলেন এবং এতে আনন্দিত হয়েছিলেন। দায়ূদকে রক্ষা করার জন্য যোনাথন তার বাবার রাগ এবং ঘৃণাকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তার ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনকি যখন শৌল দায়ূদকে হত্যা করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তখনও যোনাথন সাহসের সাথে বারবার হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তাকে রক্ষা করেছিলেন, বলেছিলেন, "দায়ূদ নির্দোষ; তিনি ধার্মিক!" যদি এমন কেউ থাকেন যিনি সত্যিকারের বন্ধুত্বের নিখুঁত উদাহরণ দেন, তবে তিনি হলেন যোনাথন। দায়ূদের একজন অনুগত বন্ধু হওয়ার জন্য তিনি তার নিজের স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতের গৌরব ত্যাগ করেছিলেন।

হ্যাঁ, এমন বন্ধুত্ব সত্যিই ছিল! কিন্তু আজকাল, বন্ধুত্ব প্রায়শই কেবল সমস্যা, পাপ এবং দুঃখদায়ক ঘটনার দিকে নিয়ে যায়। আমরা বন্ধুত্বের নামে সংঘটিত খুন, তথাকথিত বন্ধুদের সাথে অংশীদারিত্বে করা চুরি এবং এই বন্ধন থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষের গল্পে ভরা শিরোনাম দেখতে পাই।

আধুনিক দিনের বন্ধুত্ব প্রায়শই স্বার্থপরতা, প্রতারণা এবং কৌশলের সাথে মিশে থাকে। যীশুকে কেন্দ্রবিন্দুতে না রেখে যে কোনও সম্পর্ক বিভ্রান্তি, ব্যর্থতা এবং যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে শেষ হতে বাধ্য। কিন্তু যখন যীশু আপনার বন্ধু হয়ে উঠবেন, তখন আপনি দায়ূদের সাথে যোনাথনের মতো বন্ধু হওয়ার ক্ষমতা পাবেন - নিঃস্বার্থ, ঈশ্বর-সম্মানকারী এবং বিশ্বস্ত। আপনার বন্ধুত্ব আর স্বার্থপর থাকবে না। পরিবর্তে, এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার আকাঙ্ক্ষা বহন করবে। ঈশ্বরকে খুশি করে এমন পথে চলার জন্য একটি পবিত্র ভয় থাকবে।

তাই, প্রিয়, তরুণ বন্ধু, অনেকের ওঠার এবং হাঁটার জন্য একটি হাতল হও। অন্যদের উপরে ওঠানোর জন্য একটি সিঁড়ি হও। অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য একটি সেতু হও। তোমার বন্ধুত্ব অন্যদের ধার্মিকতার পথে পরিচালিত করুক। তোমার বন্ধুত্ব অনেকের উপকার করুক, ক্ষতি না করুক। তোমার জীবন অন্য কারো উন্নতি এবং মহত্ত্বের কারণ হয়ে উঠুক। অনেককে ধার্মিকতার খাতায় আনার জন্য তুমি কী মূল্য দিতে ইচ্ছুক?

তরুণ বন্ধু, যদি তুমি দায়ূদ এবং যোনাথনের মতো যীশুর সাথে উঠে দাঁড়াও, তাহলে ঈশ্বর তোমার মাধ্যমে তোমার শহরে মঙ্গল এবং মহান বিজয় আনবেন।

যখন তুমি উঠবে, তখন তোমার সাথে আরও অনেকে উঠবে। আমাদের প্রজন্মের তোমাদের মতো তরুণদের প্রয়োজন যারা যুবসমাজকে চ্যালেঞ্জ জানাতে এবং উন্নীত করতে পারে।

যীশু খ্রীষ্টে শক্তিশালী হও। বেরিয়ে এসো। বিজয়ী হও!

খ্রিস্টের মিশনে
মোহন সি. লাজারাস

ছোট শুরু, বিশাল দীর্ঘায়িত

ডেল

প্রিয় তরুণ সাফল্যকারিরা, তোমাদের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা!

আমাদের অনেকেই প্রায়শই ভাবি কিভাবে সহজেই সাফল্য অর্জন করা যায় অথবা অল্প সময়ের মধ্যে সফল হয়ে ওঠা যায়। কিন্তু সাফল্য কখনোই দুর্ঘটনা নয় - এর জন্য কিছু নীতির উপর সাবধানতার সাথে চলাফেরা করতে হয়। যদি আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধরে রাখি - একটি স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, নিরলস পরিশ্রম, সাহসী সিদ্ধান্ত এবং সততা - তাহলে আমাদের সাফল্যের পথে কোনও বাধাই দাঁড়াতে পারবে না। আমি আপনাদের এমন একজন ব্যক্তির অনুপ্রেরণামূলক যাত্রার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যিনি এই ভিত্তির উপর তার সাফল্য গড়ে তুলেছিলেন।

মাইকেল ডেল ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই কম্পিউটারের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল। ১৫ বছর বয়সে, তিনি তার কেনা কম্পিউটারটি ভেঙে ফেলেন, গভীর কৌতূহলের সাথে এর ভেতরের উপাদানগুলি অন্বেষণ করেন। এটি তার আবেগকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ১৯ বছর বয়সে, মাত্র ১,০০০ ডলার হাতে নিয়ে, তিনি তার বাড়ির একটি ছোট ঘর থেকে তার নিজস্ব কোম্পানি – পিসিসি লিমিটেড - চালু করেন।

যদিও তার চারপাশের লোকেরা তাকে চিকিৎসাবিদ্যায় ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহিত করেছিল, মাইকেল তার স্বপ্ন পূরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তার ব্যবসায়িক মডেল ছিল সহজ কিন্তু বিপ্লবী: গ্রাহকের কাছে সরাসরি কম্পিউটার বিক্রি করা। এই সাহসী পদ্ধতি ডেল টেকনোলজিকে বিশ্বব্যাপী সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়।

তার মডেলটিকে আরও প্রভাবশালী করে তুলেছিল গ্রাহকের পছন্দ অনুসারে তৈরি কাস্টমাইজেবল কম্পিউটারের প্রবর্তন, যা কম খরচে উচ্চমানের সরবরাহ করা হত। ধাপে ধাপে অগ্রগতির সাথে সাথে, ১৯৯২ সালে, মাইকেল ডেল ফরচুন ৫০০-তে স্থান পাওয়া সর্বকনিষ্ঠ সিইও হয়ে ওঠেন।

উদ্যোক্তা হওয়ার পাশাপাশি, তিনি সমাজের কল্যাণের জন্যও উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ দেখিয়েছেন। মাইকেল এবং সুসান ডেল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে, তিনি শিক্ষা এবং শিশুদের কল্যাণের ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন, অসংখ্য জনহিতকর উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে, তিনি ধারাবাহিকভাবে ফোর্বসের বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন।

প্রিয় পাঠকগণ, মাইকেল ডেল এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার কৌতূহল এবং প্রচেষ্টাকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত করেছিলেন। তার যাত্রা আজ আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার এক শক্তিশালী উৎস। তার জীবন আমাদের শেখায় যে আমাদের কেবল জীবনে স্বপ্ন দেখা উচিত নয়, বরং সেই স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত!

খ্রীষ্টের জন্য জ্বলন্ত হৃদয়!

যুদাহ বেনিহিন

হোসুরে ভাই যুদাহ বেনিহিনের বাড়িতে যখন আমরা পৌঁছালাম, তখন সকালটা ছিল এক ব্যস্ততাপূর্ণ। তিনি এক কোটি (১ কোটি) আত্মার মুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, গভীর প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন। যদিও তিনি আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, তবুও তিনি আন্তরিক উষ্ণতার সাথে আমাদের স্বাগত জানালেন। আমরা যখন নিজেদের পরিচয় দিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে বসলাম, তখন এক রহস্যময় আবহ তৈরি হল। এরপর যা ঘটেছিল তা ছিল এক অবিশ্বাস্য কথোপকথন -এবং এখানে আমরা তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল।

হ্যালো ভাই! আপনার পারিবারিক পটভূমি সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন?

আমি এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি যারা যীশুকে চিনত না। আমার বাবা যখন আমার দাদীর গর্ভে ছিলেন, তখন তাদের বাড়িতে সাপ এবং সাপের বাসা ছিল। তার জন্মের পর, তিনি যেখানে ঘুমাতেন তার দোলনার চারপাশে সাপগুলি ঘুরপাক খেত। এইভাবেই তার নামকরণ করা হয় নাগরাজ। আমার মা অঞ্জিমা হনুমানের একজন ভক্ত ছিলেন। আমার বড় বোনের নাম লক্ষ্মী, ছোট বোনের নাম সরস্বতী, ভাইয়ের নাম আয়াপ্পান এবং আমার নাম রাখা হয়েছিল মুরুগান। প্রতি বছর, আমাদের পরিবার আগুনের উপর হাঁটা, জিভ ফুটো করা, খালি পায়ে পাহাড়ে ওঠা এবং হোসুর থেকে পালানিতে কাওয়াদি বহন করার মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত। আমাদের বাবা-মা আমাদের দেবতাদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে আসক্ত ছিলেন

তোমার স্কুলজীবন এবং কিশোর বয়স সম্পর্কে বলো?

ছোটবেলা থেকেই আমি একটি খ্রিস্টান স্কুলে পড়তাম। কিন্তু যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম, তখন থেকেই আমি খারাপ সংগে জড়িয়ে পড়ি। আমি ধূমপান এবং মদ্যপান শুরু করে দিয়েছিলাম। একদিন, কবরস্থানে মদ্যপান করার সময়, আমার উপর একটি অশুভ আত্মা ভর করেছিল। সেই মুহূর্ত থেকে, আত্মাটি দিনরাত আমার সাথে কথা বলতে শুরু করে। রাতে, আমি দেখতে পেতাম একটি সাপ আমার বিছানার পাশে কুঁচকে দাঁড়িয়ে আছে, আমার সাথে কথা বলছে এবং আমার সাথে যোগাযোগ করছে যেন সে জীবিত। আমি এটি নিজের চোখে স্পষ্ট দেখতে পেতাম এবং আমার কানে শুনতে পেতাম। আমি, যে একসময় আমার ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম, খারাপভাবে ব্যর্থ হতে শুরু করেছিলাম। আত্মাটি আমাকে বলত, "আমি তোমাকে পাগল করে দেব।" স্কুলে যাওয়ার পথে, আমি হঠাৎ সূর্য, গাছ এবং গাছপালার সাথে কথা বলতে শুরু করতাম। আমি স্কুলে হিংস্র আচরণ করতাম, অন্যদের মারতাম, অভিশাপ দিতাম, এমনকি শিক্ষকদের আক্রমণ করতাম। অবশেষে, শিক্ষক আমাকে জানালার সাথে বেঁধে রাখতে বাধ্য হন।

বেঁচে থাকার জন্য আর খুব কম সময় বাকি আছে ভেবে, আমি জীবনযাপনের ধারণাটি গ্রহণ করলাম - মদ্যপান, ধূমপান,

মাদক সেবন এবং অপবিত্র জীবনযাপন করতে শুরু করলাম। আমি আমার সারা শরীরে ট্যাটু এঁকেছি,রাতে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, টাকার জন্য যানবাহন চুরি করেছি।

মাদক কিনতাম, আর বাড়ির চেয়ে থানায় বেশি সময় কাটাতাম। প্রায় এক বছর ধরে, আমি পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতাম, এমনকি বাড়িও যেতাম না।

এটা কি ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছে! তোমার কিশোর বয়সে কি কিছু পরিবর্তন হয়েছিল? তুমি কি সেই পাপের জীবন বেরিয়ে এসেছিলে?

দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়, আমি ভলিবল খেলতে স্কুলে তাড়াতাড়ি যেতাম। আমাদের স্কুলে প্রতিদিন খ্রিষ্টীয় সমাবেশ হত। একজন ভাই প্রতিদিন যীশু সম্পর্কে কথা বলতেন, তাঁকে গ্রহণ করার জন্য আমাদের অনুরোধ করতেন। আমি তাকে বলতাম, "দয়া করে যীশু সম্পর্কে আমায় কিছু বলো না- এটা ছাড়া অন্য কিছু বল।" তবুও, সে আর কখনও যীশুর কথা না বলে আমাদের জন্য পাফ এবং জুস কিনে দিত। প্রায় ৩-৪ মাস ধরে, সেই খাবারগুলিই ছিল আমাদের সুসমাচার।

একদিন, সে আমাকে একটা সভায় আমন্ত্রণ জানালো। আমি তাকে বললাম, "আমি যেকোনো জায়গায় আসবো, শুধু আমাকে খ্রীস্টান সভায় নিয়ে যেও না।" কিন্তু ২৬শে মে, ২০১২ (আমার বয়স ১৬ বছর), সে আমাকে ৩ দিনের যুব শিবিরে নিয়ে গেল। সেই সন্ধ্যায়, ধর্মপ্রচারক ঘোষণা করলেন, "আমি যীশুকে মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছি। তরবারি ধরো! " আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমি অনেক দেবতাকে মালা অর্পণ করেছিলাম, আগুনে হেঁটেছিলাম, কিন্তু কেউ কখনও আমার সাথে কথা বলেনি।"এই লোকটি কে যে তার ঈশ্বরের সাথে কথা বলে?" আমি ভাবছিলাম। আমি আমার চারপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম,"যীশু কি সত্যিই তার সাথে কথা বলেছেন?" এবং তারা সকলেই সাহসের সাথে সাক্ষ্য দিল, "হ্যাঁ, যীশুই ত্রাণকর্তা। তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর লোকদের সাথে কথা বলেন।"

এই প্রশ্ন কি আপনার হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল? আপনি কি যীশুকে গ্রহণ করেছিলেন?

হ্যাঁ, আমার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল-"আমি চাই আমার ঈশ্বরও আমার সাথে কথা বলুক।" আমি স্কুল ভবনের পঞ্চম তলায় উঠে গেলাম যেখানে শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং আমার দেবতাকে ডাকতে শুরু করলাম। কিন্তু আমি যে দেবতার উপাসনা করতাম তার পরিবর্তে, সেই একই রাক্ষস সর্পটি উপস্থিত হল যে আমাকে ভয় দেখাত। ভয় আমাকে গ্রাস করেছিল। রাক্ষস বলল, "তোমার জীবন নেওয়ার দিন এসে গেছে।"

হঠাৎ, একটা তীব্র যন্ত্রণা আমার হৃদয়ে সূঁচের মতো বিঁধে গেল। আমার বুকটা যেন ভেঙে গেল। আমি বুঝতে পারলাম বেঁচে থাকার জন্য আমার হাতে মাত্র দুই মিনিট আছে। আমি যেসব দেবতার পূজা করেছি, তাদের কেউ এলো না। হতাশায়, আমি পঞ্চম তলা থেকে লাফিয়ে জীবন শেষ করার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে, আকাশ ভেঙে পড়ল, এবং এক উজ্জ্বল আলো নেমে এল। সেই আলো থেকে একটা গর্জনকারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: "আমিই সত্য ঈশ্বর। আমি তোমার জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছি এবং তোমাকে মুক্তি দিয়েছি। আমিই তোমার ত্রাণকর্তা।" সেই কণ্ঠস্বর আমাকে মাটিতে ঠেলে দিল। আমি তিন ঘন্টা ধরে উঠতে পারলাম না। তারপর আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: "আমি ক্রুশ বহন করেছি এবং তোমাকে বাঁচাতে আমার জীবন দিয়েছি। আমার পরিচর্যার জন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন।" আমি উপরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "প্রভু, যদি তুমি সত্যিই আমার জন্য তোমার জীবন দিয়ে থাকো, তাহলে আমি আমার বাকি জীবন তোমার জন্যই বেঁচে থাকবো।" সেদিন, আমি আমার জীবন ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছিলাম।

বাহ! যে ঈশ্বরকে তুমি চিনতে না, তিনি এসে তোমার সাথে কথা বললেন। তোমার পরিবার কি তোমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল?

২৭শে মে, ২০১২ তারিখে, যীশু আমাকে খুঁজে পেলেন এবং আমাকে এক নতুন সৃষ্টি করলেন। যখন আমি আমার মাকে বললাম, "যীশু আমার সাথে কথা বলেছেন," তখন তিনি আমাকে মারলেন এবংবললেন

কেউ তোমাকে ধর্মান্তরিত করেছে। সেই দেবতাকে ভুলে যাও এবং আমাদের দেবতার পূজা করো,"তারা জোর দিয়ে বলল।

আমার বাড়িতে এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে আমাকে মারধর করা হয়নি। আমি গির্জার দিকে যেতে চাইতাম, কিন্তু তারা বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিত যাতে আমি এমনকি উপাসনার জন্য স্নান না করতে পারি। আমি দরজা ভেঙেও যেতাম। যখন আমি ফিরে আসতাম, আমার বাবা-মা লাঠি হাতে অপেক্ষা করছিলেন, লজ্জায় আমাকে রাস্তায় ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

অপমান সত্ত্বেও, ১৬ বছর বয়সে, আমি সেই ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যিনি আমাকে জীবন দিয়েছেন। রবিবারে, আমাকে খাবার দিতে অস্বীকার করা হত এবং মধ্যরাত পর্যন্ত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হত, তারপর ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হত। আমি বাইবেল পড়তে খুব আগ্রহী ছিলাম, কিন্তু যদি আমি এটি খুলতাম, আমার মা এটি ছিঁড়ে ফেলতেন অথবা আগুনে ফেলে দিতেন। তাই আমি সবাই ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম, তারপর নিজেকে কম্বলের নীচে ঢেকে টর্চের আলোয় পাঠ করতাম।

ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে মাত্র তিন দিনের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ বাইবেল পড়ে শেষ করেছিলাম। আমি জানতাম না কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, কিভাবে সঠিকভাবে বাইবেল পড়তে হয়, অথবা কিভাবে নৈবেদ্য দিতে হয়। কিন্তু নৈবেদ্য দেওয়ার সময়, আমি বাক্সে হাত রেখে বলতাম, "প্রভু, আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি।

এটা শুনে হৃদয় বিদারক। তোমার সংগ্রাম কি এখানেই শেষ হয়ে গেল?

মোটেও না। যখন আমার বয়স ১৭ বছর, আমার মা আমাকে প্রতি বছর যেমন করে আসতাম, আবারও একটা আচার (পবিত্র মালা পরতে) বাধ্য করলেন। কিন্তু আমি যীশু খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলাম। আমি এটা কিভাবে করতে পারতাম? আমি দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মামা এবং আমার পরিবার আমাকে নির্মমভাবে মারধর করলেন, আমি এখনও কিশোর, তা তোয়াক্কা না করেই।

"যদি আমরা জানতাম তুমি এভাবে পরিণত হবে, তাহলে আমরা তোমাকে ছোটবেলায় মেরে ফেলতাম, "তারা বলল।" যদি তুমি যথারীতি আচার অনুষ্ঠান করো, তাহলে তুমি থাকতে পারো। যদি না করো, তাহলে এখনই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।"

আমাকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। ১৭ বছর বয়সে আমার কোনও আশ্রয় ছিল না। আমি বাস স্ট্যান্ড, রেলস্টেশন, প্ল্যাটফর্মে ঘুমাতাম।

বেঁচে থাকার জন্য, আমি পরিষ্কার করতাম৬হোসুরে পাবলিক টয়লেট ২০০ টাকায়, সেপটিক ট্যাঙ্ক ১০০ টাকায়। লোকজন তাদের উঠোন থেকে আগাছা তুলে ফেলার জন্য ৫০ বা ২০ টাকা দিত। এভাবেই আমি আমার লেখাপড়ার খরচ বহন করেছিলাম।

টয়লেট পরিষ্কার করার পর, আমি স্কুলে যেতাম। এক বা দুই দিন নয়, দীর্ঘ ছয় বছর ধরে। এভাবেই আমি স্কুল এবং কলেজ শেষ করেছি। আমার ঘুমানোর জায়গা ছিল না, আমার কাছে কোন খাবার ছিল না। কখনও কখনও ভিক্ষুকরা তাদের খাবার আমার সাথে ভাগ করে নিত। এক বড়দিনে, আমি মিশ্রণের একটি প্যাকেট পেয়েছিলাম। পরবর্তী ২৮ দিনের জন্য এটাই ছিল আমার খাবার। আমি প্রতিদিন অল্প অল্প করে খেতাম এবং জল পান করতাম যাতে এটি অনেক দিন চলে।

স্কুল-কলেজ শেষ করার পর, আমি প্রান্তরে যেতাম, হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করতাম: "প্রভু, আজ পৃথিবী আমাকে ভিক্ষুক, টয়লেট পরিষ্কারক, অনাথ বলে ডাকতে পারে। কিন্তু একদিন, আমি তোমার বাক্য তুলে ধরব এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ঘোষণা করব যে 'যীশুই প্রভু!' ছয় বছর ধরে আমি সেই প্রার্থনাটি করেছিলাম, আমার হৃদয়ের গভীর থেকে গেয়েছিলাম: "আমি কেবল তোমার জন্যই বেঁচে আছি, প্রভু, কারণ তুমিই আমার ভালোবাসা।

এত কষ্টের পর, কলেজের পরে কি তুমি কাজ খুঁজে পেয়েছো?

ঈশ্বরের কৃপায়, আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করেছি এবং ভালো বেতনের একটি ভালো চাকরি পেয়েছি। আমার পরিবার আবার আমাকে গ্রহণ করেছে। আমার আয় তাদের উন্নতি করেছে। কিন্তু তারপর আমার পরিত্রাতা আবার আমার কাছে এসে বললেন:

"আমি তোমাকে শুধু তোমার পরিবারের জন্য বেঁচে থাকার জন্য ডাকিনি। আমি তোমাকে এজন্য চিনি না। তোমাকে আমার সেবা করতে হবে।" আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার ঘরে চিৎকার করে বললাম: "প্রভু, আমি কখনও বাইবেল কলেজে যাইনি, কেউ আমার জন্য প্রার্থনা করে না, আমি জানি না কিভাবে প্রচার করতে হয়, কিভাবে উপাসনা করতে হয়, অথবা কিভাবে পরিচর্যা করতে হয়। কিন্তু তুমি আমাকে বেছে নিয়েছো, তুমি আমার দ্বারা কী করতে চাও?"

আর তারপর তোমার পরিচর্যার কাজ শুরু হলো? তোমার আধ্যাত্মিক জীবন কীভাবে বৃদ্ধি পেল?

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম: "প্রভু, যতক্ষণ না তোমাকে দেখি, আমি খাব না, কথা বলব না, কাউকে দেখব না। যদি আমি

কিছু দেখি, তাহলে তা তুমিই হোক। যদি আমি কিছু শুনি, তাহলে তা তোমার কণ্ঠস্বরই হোক।

আমি আমার ঘরে প্রার্থনা শুরু করলাম। একদিন কেটে গেল। তিন দিন। পাঁচ দিন। ২১। তারপর ৪০। এখনও যীশুর কোনও চিহ্ন নেই। অবশেষে, ৯৭ দিন ধরে না খেয়ে থাকার, কাউকে না দেখার পর, এক রাতে, সেই তালাবদ্ধ ঘরে, সর্বশক্তিমান উজ্জ্বল আলো নিয়ে প্রবেশ করলেন। আলো থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলল, "তুমি যা চাও আমাকে জিজ্ঞাসা করো।"

আমি যখন শক্তি এবং আধ্যাত্মিক দান চাইতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই পবিত্র আত্মা আমাকে থামিয়ে দিলেন। সেদিনই আমি শিখেছিলাম যে পবিত্র আত্মা আমাদের যা প্রয়োজন তা সঠিক সময়ে দেন।

তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন, "উপহার চেয়ো না - আত্মা চাও।" আমি সেই আলোর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আমি মৃত্যুর আগে ক্ষমতা বা উপহার চাই না, আমি এক কোটি আত্মা চাই।" ৯৭ তম দিন থেকে, প্রভু তিন দিন এবং রাত ধরে আমার সাথে কথা বলেছেন। ২১শে অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে, ঈশ্বর নিজেই আমাকে একজন পূর্ণ-সময়ের পরিচারক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। সেই দিন থেকে, তিনি আমাকে করুণার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

প্রভুর দ্বারা নির্বাচিত এবং প্রেরিত হওয়া কত সম্মানের! আপনি এখন কোন পরিচর্যার সাথে জড়িত?

ঈশ্বর এখন আমাকে সেই দানবকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন যে আমাকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তিনি আমাকে সারা দেশে গির্জাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করেন। ২১শে অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে, ঈশ্বর আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন:

"আমি তোমাকে ডিন্ডিগুল দেব। রাজারা তোমার আলোতে আসবে।" যদিও এই অঞ্চলে পরিচর্যার বিরুদ্ধে অনেক শত্রু এবং বাধা এসেছিল, ঈশ্বর আমাকে একটি গির্জা স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিলেন। প্রার্থনা করুন যে আরও অনেক গির্জা নির্মিত হোক! প্রভুর সেবা করার আমার আগ্রহ প্রতিদিন আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

আজকের তরুণদের সাথে আপনি কী বার্তা ভাগ করে নিতে চান?

যোহন ৯:১-৩ পদ অনুসারে, যীশু যখন সেই জন্মান্ধ ব্যক্তিকে দেখলেন, তখন শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করলেন যে এটি কি তার নিজের পাপের কারণে, নাকি তার বাবা-মায়ের পাপের কারণে। কিন্তু যীশু উত্তর দিলেন, "এ ব্যক্তি বা তার বাবা-মা পাপ করেনি, বরং ঈশ্বরের কাজ যাতে তার মধ্যে প্রদর্শিত হয়, সেজন্যই এটা ঘটেছে।" প্রিয় তরুণরা, তোমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনায় জন্মেছ! ইষ্টেরকে বিলাসিতা উপভোগ করার জন্য রাণী করা হয়নি, বরং একটি প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য। তোমরা যেখানেই থাকো, ঈশ্বরের জন্য যা কিছু করতে পারো তা করো। কষ্ট সহ্য করো। বাক্যকে ভালোবাসো। প্রার্থনায় অবিচল থাকো। তোমাদের কেবল একটি জীবন আছে - খ্রীষ্টের জন্য মহান কাজ সম্পাদন করার জন্য এটি বেঁচে থাকো। আসুন যীশুর জন্য এই জাতি দাবি করি!!

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, ভাই মুরুগানের জন্ম হয়েছিল এক গভীর ধর্মীয় পরিবারে যারা যীশুকে চিনত না। তবুও, যীশু তাকে খুঁজে বের করেছিলেন, তাকে উদ্ধার করেছিলেন এবং তাকে যুদাহ বেনিহিনে রূপান্তরিত করেছিলেন। আজ, ঈশ্বর হোসুর অঞ্চলে "যীশুই প্রভু" পরিচর্যার মাধ্যমে তাকে একজন সাহসী সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করছেন। অসংখ্য সংগ্রাম, ক্ষত, প্রত্যাখ্যান এবং হৃদয়ের যন্ত্রণার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, তিনি কখনও যীশুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। পরিবর্তে, তিনি প্রভুর প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার অটল উদ্যোগের প্রতিক্রিয়ায়, ঈশ্বর তাকে এমন একটি পরিচর্যার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন যা এক কোটি আত্মার কাছে পৌঁছেছে এবং তাকে ঐশ্বরিক শক্তি এবং আধ্যাত্মিক উপহার দিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে। যখন তুমি প্রভুর প্রতি উদ্যোগী হতে চাও, তখন প্রভুও তোমার প্রতি উদ্যোগী হবেন!

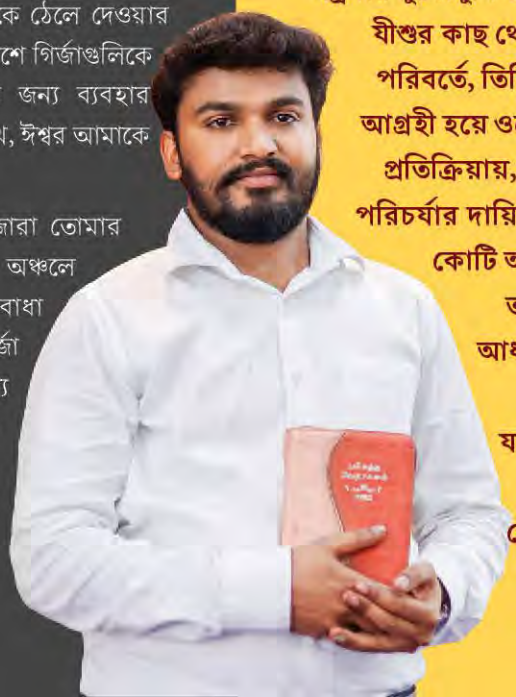

যদি প্রভু তোমার সাথে থাকেন...

গিদিয়োন সেই সময়ে বাস করতেন যখন ইস্রায়েলীয়রা মিদিয়নীয়দের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল। তাদের কষ্টের কারণে, ইস্রায়েলীয়রা প্রভুর কাছে কাঁদছিল। প্রতিক্রিয়ায়, ঈশ্বর মিদিয়নীয়দের হাত থেকে তাঁর লোকদের উদ্ধার করার জন্য গিদিয়োনকে বেছে নিয়েছিলেন। প্রভু তাঁর দূতকে গিদিয়োনের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "হে বীর যোদ্ধা, প্রভু তোমার সাথে আছেন! তোমার শক্তিতে যাও..." (বিচারকর্ত্তৃগণ ৬:১২)। প্রভুর দূত গিদিয়োনকে তার পিতার বালের বেদী ভেঙে ফেলতে এবং প্রভুর জন্য একটি নতুন বেদী তৈরি করতে এবং তার উপর হোমবলি উৎসর্গ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। গিদিয়োন প্রভুর আদেশ পালন করেছিলেন - কিন্তু তার পরিবার এবং নগরবাসীর ভয়ে, তিনি প্রকাশ্য দিবালোকের পরিবর্তে রাতে এটি করেছিলেন (বিচারকর্ত্তৃগণ ৬:২৬-২৭)

দিনের বেলায় যে গিদিয়োন তার বাবার বেদী ধ্বংস করতে ভয় পেয়েছিলেন, ঈশ্বর তাকেই পঙ্গপালের ঝাঁকের মতো বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার জন্য মনোনীত করেছিলেন। গিদিয়োনের ভীরু স্বভাব জেনে, প্রভু তাকে দয়া করে শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি গিদিয়োনকে বলেছিলেন, "যদি তুমি আক্রমণ করতে ভয় পাও, তাহলে তোমার দাস ফুরাকে নিয়ে শিবিরে নেমে যাও এবং তারা যা বলছে তা শোনো। এরপর, শিবির আক্রমণ করার জন্য তুমি উৎসাহিত হবে।" (বিচারকর্ত্তৃগণ ৭:৯-১৫)। ঈশ্বর এই দ্বিধাগ্রস্ত, দুর্বল বিশ্বাসী ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছিলেন, তাকে বিশ্বাসে শক্তিশালী করেছিলেন এবং তাকে একজন সাহসী যোদ্ধায় রূপান্তরিত করেছিলেন। এবং এই একসময় ভীত ব্যক্তি, গিদিয়োনের মাধ্যমে, মিদিয়ানদের বিশাল সেনাবাহিনী -পঙ্গপালের মতো অসংখ্য এবং সমুদ্রতীরের বালি সহজেই পরাজিত হয়েছিল কারণ প্রভু তার সাথে ছিলেন।

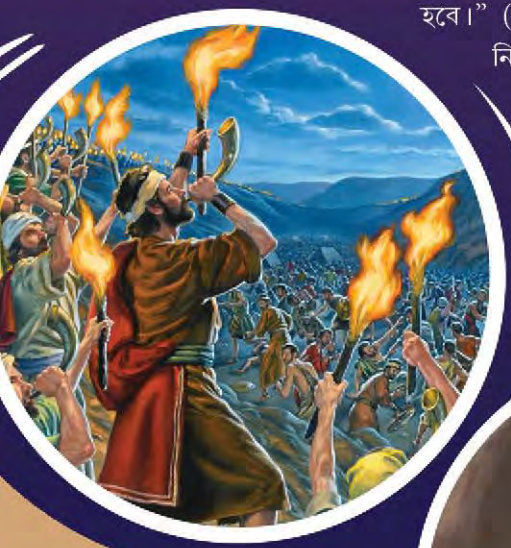

প্রভু গিদিয়োনকে ব্যবহার করে এক মহান মুক্তি এনেছিলেন। অম্মোনীয়, মিদিয়নীয়, আমালেকীয় এবং পূর্বের লোকেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। শত্রুদের পরাজিত করা হয়েছিল এবং দেশ উদ্ধার করা হয়েছিল। একইভাবে, যদি আপনি নিজেকে সমর্পণ করেন, তাহলে ঈশ্বর আপনার মাধ্যমেও শক্তিশালীভাবে কাজ করতে পারেন।

যখন প্রভু তোমার সাথে থাকেন...

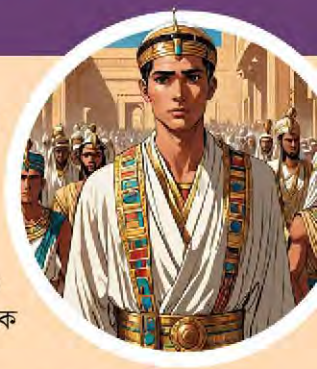

সাফল্য অনুসরণ করবে

"প্রভু যোষেফের সহবর্তী ছিলেন, যাতে তিনি সফল হন এবং তিনি তার মিশরীয় আধিপতির বাড়িতে বাস করতেন। যখন তার প্রভু দেখলেন যে সদাপ্রভু তার সাথে আছেন এবং তিনি যা কিছু করছেন তাতে সদাপ্রভু তাকে সাফল্য দান করেন..."

(আদিপুস্তক ৩৯:২-৩)।

যোষেফ গভীরভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁর শ্রম, প্রলোভনের সময়, কারাগারে, এমনকি ক্ষমতায় উন্নীত হওয়ার পরেও তাঁর সাথে অবিরাম উপস্থিতি রেখেছিলেন। তিনি সর্বান্তকরণে প্রভুকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এবং এই কারণেই তিনি একজন সফল মানুষ হয়ে ওঠেন।

যদি তুমি তোমার পরিবারে, ব্যবসায়ে, অথবা তোমার পড়াশোনায় সাফল্য দেখতে চাও, তাহলে প্রভু অবশ্যই তোমার সাথে থাকবেন। তবেই তুমি তোমার সমস্ত কাজে সফল হবে।

তুমি জ্ঞানের পথে চলবে...

"দায়ূদ তাঁর সমস্ত পথে বুদ্ধিমানের সাথে আচরণ করেছিলেন এবং প্রভু তাঁর সাথে ছিলেন। যখন শৌল দেখলেন যে দায়ূদ কতটা বুদ্ধিমানের সাথে আচরণ করছেন, তখন তিনি তাকে ভয় পেলেন।"

(১ শমূয়েল ১৮:১৪-১৫)।

দায়ূদ পাথর এবং একটি গুলতি ছাড়া আর কিছুই ব্যবহার না করে শক্তিশালী যোদ্ধা গলিয়াতের মুখোমুখি হয়েছিলেন - এবং ঈশ্বরদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। রাজা শৌলের উপর যখন বিপদ এসেছিল, তখন দায়ূদ তার জীবন রক্ষা করার জন্য বিচক্ষণতার সাথে কাজ করেছিলেন। রাজা হিসেবে, তিনি অন্তর্দৃষ্টি এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে ইস্রায়েলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি পড়াশোনা করো, কাজ করো, অথবা ব্যবসা পরিচালনা করো, প্রভু তোমাকে সফল হওয়ার জন্য প্রজ্ঞা এবং বোধগম্যতা দান করবেন। যীশু যদি তোমার সাথে থাকেন, তাহলে তোমার জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি এবং বিচক্ষণতা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। দায়ূদ প্রতিটি পরিস্থিতিতেই জয়ী হয়েছিলেন কারণ তিনি প্রজ্ঞার সাথে কাজ করেছিলেন।

তুমি মহিমান্বিত হবে...

তখন সদাপ্রভু যিহোশূয়কে কহিলেন, সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তোমাকে মহিমান্বিত করিতে আরম্ভ করিব, যেন তাহারা জানিতে পারে যে আমি যেমন মোশির সহবর্তী ছিলাম, ৮ তেমনি তোমার সহবর্তী থাকিব।" (যিহোশূয় ৩:৭)

যখন আমরা আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে ঈশ্বরের আদেশ শুনি এবং পালন করি, তখন তিনি তাঁর বাক্য অনুসারে আমাদের উন্নত করেন। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভয়ের সাথে সম্পাদিত কর্মের জন্য প্রদত্ত ঐশ্বরিক অনুমোদন হল মহিমা। যেহেতু যিহোশূয় প্রভুকে ভয় করতেন, তাঁর বাক্য পালন করতেন এবং সততার সাথে কাজ করতেন, তাই ঈশ্বর সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের সামনে প্রকাশ্যে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।

যদি তুমি তোমার পড়াশোনা, কর্মজীবন বা ব্যবসায় উন্নতি করতে চাও, তাহলে প্রভু অবশ্যই তোমার সাথে থাকবেন।

কেবলমাত্র তাঁর উপস্থিতিই প্রকৃত সফলতা আনতে পারে।

প্রিয় তরুণরা, যদিও গিদিয়োন ভীতু এবং বিশ্বাসে দুর্বল ছিলেন, প্রভুর উপস্থিতি তাকে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম করেছিল। আজ, যদি ঈশ্বর তোমাদের সাথে থাকেন, তাহলে কোন গর্জনকারী সিংহ তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না - তিনি তোমাদের পরাজিত করার শক্তি দেবেন! কিন্তু প্রথমে, তোমাদের নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হবে। সমস্যা যত বড়ই হোক না কেন, প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরে যেও না। যখন তিনি তোমাদের সাথে থাকেন, তখন সাফল্য অনিবার্য হয়ে ওঠে, প্রজ্ঞা তোমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে, এবং যিহোশূয়ের মতো তোমরাও সম্মানে উন্নীত হবে!

বন্ধনে একটি কাঁটা

প্রিয় ভাই, আমার বয়স ২৮ বছর। আমার তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে যাদের সাথে আমি স্কুল এবং কলেজ উভয়ই পড়াশোনা করেছি। আমার বাবা-মা সবসময় তাদের নিজের ছেলের মতোই যত্ন করেছেন। আমার একটি ছোট বোনও আছে যার নাম কাঞ্চনা। বর্তমানে বি.ই. শেষ বর্ষে আছে। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হল গ্রুপ-২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরি করা। সম্প্রতি, আমার বন্ধু কার্তিক আমাকে জানিয়েছিল যে সে গত দুই বছর ধরে আমার বোনের প্রেমে পড়েছে। আমি একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যদি আমার বাবা-মা জানতে পারে, তাহলে আমাদের পরিবারে ভূমিকম্পের মতো এটি ভেঙে যাবে। তারা কখনই তা মেনে নেবে না। এমনকি এটি আমাদের বছরের পর বছর ধরে বন্ধুত্ব ভেঙে দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আমি কীভাবে এগিয়ে যাব তা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নই। কার্তিকের একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে যার উপর তাকে বিদেশ যেতে হবে, অর্থ উপার্জন করতে হবে এবং তার পরিবারের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সে বর্তমানে বিদেশে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যদি এই সমস্যাটি এখনই বিস্ফোরিত হয়, তাহলে কি তার চাকরির সুযোগ ঝুঁকির মধ্যে পড়বে? আমার বোনের শিক্ষা কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে? আমার বাবা-মায়ের কী হবে? এবং আমাদের বন্ধুত্বের কী হবে? এই সব ভাবতে ভাবতে গত তিন মাস ধরে আমি তীব্র মানসিক চাপের মধ্যে আছি। সত্যি বলতে, আমি কী করব বুঝতে পারছি না।

- মাধন, চেঙ্গালপাট্টু।

প্রিয় মাধন,

আমরা তোমার গভীর মানসিক অস্থিরতা বুঝতে পারছি। একদিকে তোমার বোনের পড়াশোনা এবং ভবিষ্যৎ; অন্যদিকে, তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার ভয়। তোমার বাবা-মা জানতে পারলে সম্ভাব্য বিপর্যয় ঘটবে। এবং বছরের পর বছর ধরে তোমাদের বন্ধুত্ব একটা ভারসাম্যে চলি। এটা স্পষ্ট যে তুমি কয়েক মাস ধরে এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বয়ে বেড়াচ্ছ।

মাধন, প্রথমত, আতঙ্কিত হয়ো না। ভয়কে তোমার কাজকে এগিয়ে নিতে দিও না। শান্ত ও বিচক্ষণতার সাথে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করো। যখন একটি শাড়ি কাঁটাঝোপে আটকে যায়, তখন আমাদের অবশ্যই আলতো করে এটি খুলে ফেলতে হবে। যদি আমরা তাড়াহুড়ো করি, তাহলে কাঁটা হাত ভেদ করবে এবং শাড়ি ছিঁড়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি আমরা সাবধানতার সাথে কাজ করি, তাহলে উভয়কেই বাঁচানো সম্ভব।

কার্তিকের সাথে শান্তভাবে খোলামেলা কথোপকথন শুরু কর। তাকে তার স্বপ্ন, দায়িত্ব এবং বর্তমানে সে কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে ভাবতে সাহায্য কর। এই প্রেমের সম্পর্ক চালিয়ে গেলে কী পরিণতি এবং চ্যালেঞ্জগুলি দেখা দিতে পারে তা তাকে বুঝতে দিন। প্রায়শই, যখন মানুষ প্রেমে পড়ে, তখন আবেগ এবং ভালোবাসার মানুষটির দ্বারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন এবং উদ্দেশ্য সবকিছুই ঢেকে যায়। মানুষ কেন বলে, "ভালোবাসা অন্ধ।"

একইভাবে, তোমার বোনের সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলার চেষ্টা করো। তাকে জিজ্ঞাসা করো তার বর্তমান উচ্চাকাঙ্ক্ষা কী। তাকে তার পড়াশোনা এবং সম্পর্ক উভয়ই বাস্তবসম্মতভাবে পরিচালনা করতে পারবে কিনা তার সম্ভাবনাগুলি বিবেচনা করতে সাহায্য করো? গ্রুপ-২ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার তার স্বপ্ন কি বাস্তবায়িত হবে? তাকে দেখতে সাহায্য করো যে শিখরে পৌঁছানোর জন্য কী করতে হবে এবং ট্র্যাকে থাকার জন্য কী এড়িয়ে চলতে হবে।

এই সংকট কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে,আপনার বন্ধু এবং বোনকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে...

আপনার বোনের জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ

- আপাতত কার্তিকের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকাই ভালো হবে।
- তার মোবাইল ফোনে তার নম্বর ব্লক করে দাও।
- সোশ্যাল মিডিয়ায় আবেগঘন বা ইঙ্গিতপূর্ণ আপডেট পোস্ট করা থেকে বিরত থাকো।
- সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তার বি.ই. শেষ বর্ষের উপর মনোযোগ দাও।
- পড়াশোনার পাশাপাশি গ্রুপ-২ পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করো।
- যখন আমরা আমাদের পূর্ণ মনোযোগ একটি লক্ষ্যের দিকে দি, তখন আমরা বিক্ষেপ এড়িয়ে চলতে পারি।

আপনার বন্ধুর জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ

- কার্তিকের আপাতত আপনার বাড়িতে আসা এড়ানো উচিত।
- কাঞ্চনার ফোন নম্বর ব্লক করে দাও।
- তার উচিত বিদেশে চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া।
- তাকে ক্রমাগত নিজেকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে তার পরিবারের ঋণ পরিশোধ করা তার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
- তাকে কেবল আবেগ নয়, উদ্দেশ্য এবং স্পষ্টতার সাথে বাঁচতে উৎসাহিত করুন।

সম্পর্কের যেকোনো বিচ্ছেদ সবসময়ই বেদনাদায়ক। কিন্তু যে সম্পর্কটি হওয়ার কথা নয়, তা চালিয়ে গেলে তা আরও গভীর যন্ত্রণা এবং জটিলতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। কার্তিক এবং কাঞ্চনা উভয়েরই এটি বুঝতে হবে।

মাধন, যদি তারা তোমার পরামর্শ শুনতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে সম্ভাব্য পরিণতিগুলি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করো। জীবনের অনেক সমস্যাই সিদ্ধান্তহীনতা এবং স্পষ্টতার অভাব থেকে উদ্ভূত হয়। ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে তা দেখতে তাদের সাহায্য করার জন্য তোমাকেই হতে হবে।

আজকের তরুণরা প্রায়শই পরিণতি বিবেচনা না করেই প্রেমে পড়ে যায়। তারা বাস্তবতার চেয়ে আবেগ দ্বারা বেশি বেঁচে থাকে এবং পরবর্তী কী হবে তা নিয়ে খুব কমই চিন্তা করে।

যদি কার্তিক এবং কাঞ্চনা এই সম্পর্ক চালিয়ে যায়, তাহলে সম্ভাব্য পরিণতিগুলি এখানে...

- তোমার বাবা-মা হয়তো রেগে যাবেন এবং তোমাকে কার্তিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেবেন।
- কাঞ্চনার পড়াশোনা ব্যাহত হতে পারে, এবং তার গ্রুপ-২-এর স্বপ্ন ভেঙে যেতে পারে।
- সে অপ্রয়োজনীয় মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারে।
- তোমার চার বন্ধুর দলের মধ্যে অবাঞ্ছিত সমস্যা দেখা দিতে পারে, যার ফলে বিভেদ তৈরি হতে পারে।

▸ কার্তিক হয়তো তার চাকরির প্রস্তুতিতে মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারে এবং মানসিক যন্ত্রণায় পড়তে পারে। তার স্বপ্ন এবং তার ভারাক্রান্ত জীবন আরও ভারী বোঝায় পরিণত হতে পারে।

আপনি কি করতে পারেন...

▸ যদি কার্তিক এবং কাঞ্চনা উভয়েই আপনার নির্দেশনা অনুসরণ করে, যথাক্রমে পড়াশোনা এবং চাকরির সন্ধানে মনোনিবেশ করে, তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ এবং স্বপ্ন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

▸ কলেজে পড়ার সময়, তরুণ-তরুণীরা প্রায়শই জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার মতো পরিণত হয় না। এটি কেবল একটি আবেগগত সংযুক্তি হতে পারে। যদি তারা এটিকে বুদ্ধিমানের সাথে পরিচালনা করে, তাহলে অনেক সমস্যা এড়ানো যেতে পারে।

▸ কার্তিককে প্রথমে বিদেশ যেতে, তার দায়িত্ব পালন করতে এবং তার পরিবারের ঋণ পরিশোধ করতে উৎসাহিত করো।

▸ তোমার বোনকে তার পড়াশোনা এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার স্বপ্নের প্রতি মনোযোগী হতে উৎসাহিত করো।

▸ একই সাথে, তোমার বাবা-মাকে পরিস্থিতিটি পরিপক্কভাবে বুঝতে সাহায্য করো এবং ভালোবাসার সাথে, আপনার বোনকে সম্পর্ক থেকে সরে এসে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে সাহায্য করো । আঘাতমূলক কথা এড়িয়ে চল - তার যা প্রয়োজন তা হল সমর্থন, ক্ষত নয়।

▸ তোমার বোনকে কয়েক মাস সময় দাও। সে সম্ভবত গভীর মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাকে ভুলে যাওয়ার জন্য সময় দাও এবং পড়াশোনা এবং অন্যান্য সুস্থ কাজের দিকে মনোযোগ দাও।

যদি তোমরা চারজনই একসাথে এসে বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দাও, তাহলে কাউকে আঘাত না করেই এই সমস্যাটি সমাধান করা সম্ভব।

ধৈর্য ধরো। তাড়াহুড়ো করো না। যদি তুমি ধৈর্য এবং প্রজ্ঞার সাথে কাজ করো, তাহলে কোন সম্পর্কই ভাঙার দরকার নেই।

▸ তোমার বোনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে।

▸ তোমার বন্ধুর স্বপ্ন পূরণ হবে, এবং তার জীবনের বোঝা নেমে যাবে।

▸ তোমার বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।

সবকিছু মঙ্গলময় হোক!

Youth Revival Meetings

In Chennai – Porur
Date: August 10 Sunday,
Time: 4:00 PM to 7:00 PM
Venue:
Tamil Methodist Church,
3rd Street, Rayala Nagar,
Ramapuram
Contact: 80156 95100, 94884 75315

In Villupuram
Date: September 7 Sunday,
Time: 5:00 PM to 8:00 PM
Venue:
Jesus Redeems
World Revival Prayer Centre,
1st Floor, H.H. Complex,
Shanthi Theatre Junction,
Opp to Namnadu Textiles
Contact: 88705 17324, 99620 85523

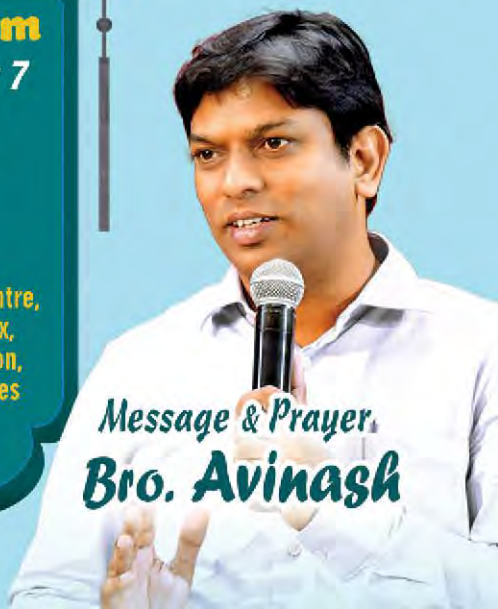

কোন প্রবণতা নয়...! আমার বন্ধু

হ্যালো বন্ধুরা! গত পাঁচ মাস ধরে, আমরা বাইবেলের নীতির উপর ভিত্তি করে একজন তরুণের কীভাবে আদর্শ হওয়া উচিত তা অন্বেষণ করেছি। এই মাসে, আসুন আমরা পবিত্রতার ক্ষেত্রে আদর্শ হওয়ার অর্থ কী তা নিয়ে চিন্তা করি।

পবিত্রতার ক্ষেত্রে অনুকরণীয়

মধ্যরাতের বিরিয়ানির আড্ডা, জন্মদিনের অনুষ্ঠান এবং সপ্তাহান্তের পার্টি আজকের বিশ্বের তরুণদের আকর্ষণ করে এমন প্রবণতার উদাহরণ। এই অনুষ্ঠানগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে বিনোদন এবং ভোগ-বিলাসের উপর জোর দেওয়া হয়। ছেলে এবং মেয়েরা, কোনও পার্থক্য ছাড়াই, মদ্যপান করতে, উগ্র আচরণ করতে এবং সকল ধরণের পাপপূর্ণ কার্যকলাপে নিজেদের জড়িত করতে একত্রিত হয়। "শুধু মজা করার জন্য" এই বাক্যাংশটি আজকের তরুণদের মধ্যে ক্রমশ সাধারণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাইবেল উপদেশকদের মাধ্যমে আমাদের সতর্ক করে, "হে যুবক, তোমার যৌবনে আনন্দ কর....তবুও জেনে রাখো যে এই সমস্ত কিছুর জন্য, ঈশ্বর তোমাকে বিচারের মুখোমুখি করবেন।"

প্রিয় তরুণ বন্ধু,

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে বিবাহের পবিত্র চুক্তিতে প্রবেশ করার আগে, একজন যুবক বা মহিলাকে অবশ্যই তাদের শরীরকে শুদ্ধ এবং পবিত্র রাখতে হবে। কিন্তু আজকাল, কেউ কেউ এই ভুল বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছে যে, "বিয়ের আগে তুমি যেমন ইচ্ছা তেমন জীবনযাপন করতে পারো, যতক্ষণ না তুমি বিশ্বাসী থাকো।"এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বাইবেল ভিত্তিক নয়। পবিত্রতা সময়ের দ্বারা আবদ্ধ নয় - এটি সর্বদা সংরক্ষণ করা উচিত।

প্রিয় তরুণ ভাই, প্রিয় তরুণী বোন, তোমার পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্রতা কেবল মহিলাদের জন্য উদ্বেগের বিষয় নয়; এটি সমানভাবে অপরিহার্য পুরুষদের জন্য।

যৌন পাপ সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং ধ্বংসাত্মক। আমরা যদি আমাদের শরীরকে কলুষিত করি, তাহলে বাইবেল স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দেয় যে ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের ধ্বংস করবেন, কারণ এই দেহ হল সেই মন্দির যেখানে ঈশ্বর বাস করেন। যদি আমরা এই মন্দিরে অনৈতিকতা, অপবিত্রতা এবং পাপের জন্য স্থান দি, তাহলে আমাদের জীবন থেকে শান্তি পালিয়ে যাবে।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে পাপ তখনই সংঘটিত হয় যখন তা শারীরিকভাবে প্রভাবিত হয়। কিন্তু এমনকি একটি পাপপূর্ণ চিন্তাও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন যীশু মথি ৫ অধ্যায়ে বলেছেন,

"যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কাম-ভাবে দৃষ্টিপাত করে,

সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।" এটি আমাদের মন এবং চিন্তাভাবনাকে পবিত্র রাখার গুরুত্ব দেখায়। আজকের ডিজিটাল যুগে, পাপপূর্ণ প্রলোভন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে: সিনেমা, ওয়েব সিরিজ এবং মিডিয়া - সবই যৌন বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। এই জিনিসগুলি তরুণদের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে, তাদের কলুষিত করে এবং তাদের পবিত্রতা কেড়ে নেয়।

তাই আপনার জীবনের এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন।

বিয়ের আগে একসাথে থাকা, অথবা "সুবিধাপ্রাপ্ত বন্ধু" থাকা, এগুলো কোন প্রবণতা নয়। এগুলো এমন ফাঁদ যা আপনার জীবনকে ধ্বংস করে দেবে। বরং, আসুন আমরা পবিত্রতার সাথে বাস করি এবং একটি নতুন পবিত্র প্রবণতা তৈরি করি যা অন্যদের জন্য অনুসরণ করার জন্য একটি উদাহরণ হয়ে ওঠে!

ভালো সঙ্গী

প্রতিটি মানুষের জীবনেই রক্তের ঊর্ধ্বে একটি মহৎ বন্ধন থাকে - যাকে বন্ধুত্ব বলা হয়। একটি প্রকৃত বন্ধুত্ব বয়স, ভাষা, বর্ণ বা ধর্মের কোনও বাধা মানে না। এটি পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি ঋতুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃত বন্ধুরা আনন্দে এবং দুঃখে আমাদের পাশে থাকে। ঠিক যেমন ফুলের সাথে জড়িয়ে থাকা একটি সুতো সুগন্ধ বহন করে, তেমনি একজন ভালো বন্ধুর সাথে জড়িয়ে থাকা জীবন সমৃদ্ধি এবং সম্মানে উপচে পড়ে।

আমরা বাইবেলে পড়েছি যে, যীশু যখন কফরনাহূমের একটি বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর উপস্থিতির কথা শুনে চার বন্ধু তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত বন্ধুকে তাঁর কাছে নিয়ে আসে। "যেহেতু তারা ভিড়ের কারণে যীশুর কাছে যেতে পারেনি, তাই তারা উপরে ছাদে একটি ছিদ্র করে লোকটি যে খাটিয়াতে শুয়েছিল তা নামিয়ে দেয়" (মার্ক ২:৪)। এই দৃঢ় সংকল্পের কাজ সমবেত জনতাকে অবাক করে দিয়েছিল। তাদের উদ্বেগ এবং বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে, যীশু পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন। এই ধরনের যত্নশীল বন্ধু পাওয়া একটি বিরল এবং মূল্যবান আশীর্বাদ। এই ব্যক্তির জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল কারণ তার চারজন ভালো বন্ধু ছিল। যদি আপনার চারপাশের বন্ধুরা আপনার মঙ্গলের জন্য সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়, তাহলে আপনার জীবনও সমৃদ্ধ হবে। সেইজন্যই বুদ্ধিমানের সাথে আপনার বন্ধু নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুরা আপনাকে হয় উপরে তুলতে পারে, নয়তো নীচে নামাতে পারে - এটি কখনও ভুলে যাবেন না।

আজ, অসংখ্য যুবক তাদের পিতামাতার কথা উপেক্ষা করে এবং পরিবর্তে তাদের বন্ধুদের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে - কেবল দিক হারিয়ে ভুল পথে চলে যায়। "ভ্রান্ত হয়ো না: খারাপ সঙ্গ সৎ চরিত্র নষ্ট করে" (১ করিন্থীয় ১৫:৩৩)। শলোমন যখন তার পূর্বপুরুষদের সাথে বিশ্রাম নেন, তখন তার পুত্র রহবিয়াম রাজা হন। তিনি প্রাচীনদের বিজ্ঞ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্তে তার সাথে বেড়ে ওঠা এবং এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকদের সাথে পরামর্শ করেন (১ রাজাবলি ১২:৮)। তার বোকামিপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে ইস্রায়েল রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে। রহবিয়ামের জীবন ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার জন্য ঈশ্বরের ঐশ্বরিক পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয় - কারণ তিনি বিপথগামী বন্ধুদের অনুসরণ করা বেছে নিয়েছিলেন। যদি আপনি ভুল লোকদের আপনার সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব ফেলতে দেন,

তুমি হয়তো ঈশ্বর তোমার জন্য যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রেখেছেন তা মিস করবে।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের একসময়ের কিংবদন্তি বেন জনসন, এক ভুল বন্ধুর পরামর্শ শুনে এবং পারফরম্যান্স-বর্ধক ওষুধ সেবন করার কারণে গৌরব থেকে পড়ে যান। ফলস্বরূপ, তার অলিম্পিক স্বর্ণপদক কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। খেলাধুলায় ফিরে আসার পরেও, তিনি আবার ধরা পড়েন এবং সারা জীবনের জন্য কাজ করার স্বপ্নটি হারিয়ে ফেলেন। তার বন্ধুর দুর্বল পরামর্শ তার ভাগ্যকে ধ্বংস করে দেয়। এই কারণেই সঠিক বন্ধু নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা আপনাকে উন্নত করে এবং শক্তিশালী করে তাদের সাথে সময় কাটান, এবং আপনার জীবন সমৃদ্ধ হবে। কখনও কখনও, এমনকি বিশ্বস্ত বন্ধুরাও শত্রুতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু যীশু এখনও একজন

সকল ঋতুতে বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি আমাদের ভালোবাসতেন বলেই তিনি আমাদের জন্য তাঁর জীবন দান করেছিলেন। "বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার চেয়ে মহৎ ভালোবাসা আর কারো নেই" (যোহন ১৫:১৩)।

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, যীশুই একমাত্র অবিচল বন্ধু যিনি তোমাদের পরীক্ষা এবং বিজয় উভয় সময়েই সমর্থন করেন। পার্থিব বন্ধুরা তোমাদের পরিত্যাগ করতে পারে, কিন্তু যীশু কখনোই তা করবেন না। এই পৃথিবীতে তোমাদের যত বন্ধুই থাকুক না কেন, একমাত্র যীশুই তোমাদের নিঃশর্ত এবং চিরকাল ভালোবাসতে পারেন!

খ্রিস্টান

আবার শক্তিশালী বা জনপ্রিয়
কিছু হয়ে ওঠার বা তৈরি করার কাজ।

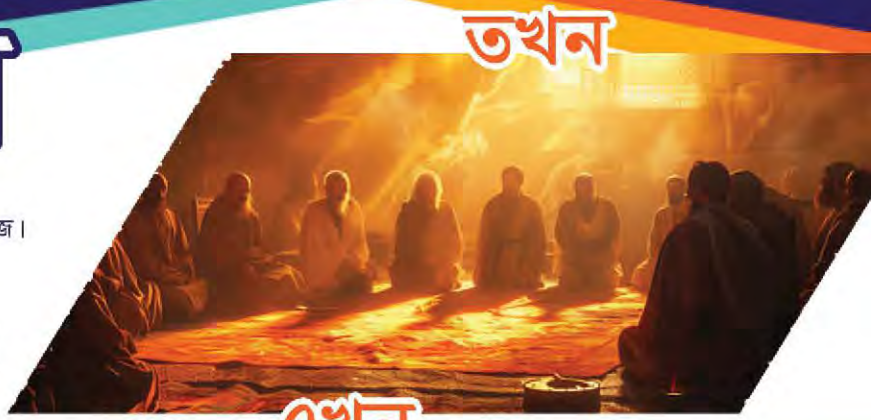

অতীতের পুনরুজ্জীবন

ঈশ্বরের এক দাস একবার প্রার্থনায় নিজের চারপাশে একটি বৃত্ত আঁকেন এবং চিৎকার করে বলেন, "প্রভু, আমাদের দেশে পুনরুজ্জীবন ছড়িয়ে পড়ুক - কিন্তু প্রথমে, এই বৃত্তের মধ্যেই তা শুরু হোক।" এবং ঈশ্বর সেই প্রার্থনার উত্তর দেন। পরবর্তী দিনগুলিতে, তার পরিচর্যার মাধ্যমে জাতি জুড়ে এক মহান জাগরণ ছড়িয়ে পড়ে!

কিন্তু আজ কি হবে?

আমরা পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রার্থনা করি... কিন্তু আমরা মনে হয় ভুলে গেছি যে প্রকৃত পুনরুজ্জীবন আসলে কী।

প্রেরিতদের সময়ে, যীশুকে অনুসরণ করার অর্থ মৃত্যুদণ্ড ছিল। তবুও, গুরুতর বিপদের মুখে, যখন শিষ্যরা একত্রে একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন ঈশ্বর উত্তর দিয়েছিলেন! পবিত্র আত্মা শক্তির সাথে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং এক দিনেই,৩,০০০ আত্মা রক্ষা পেয়েছিলেন!

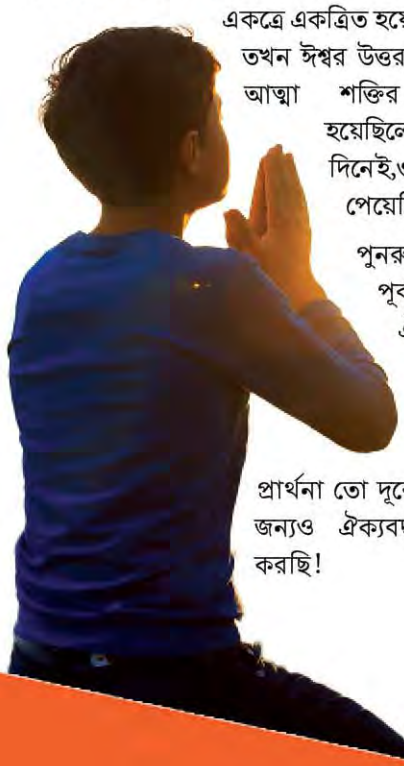

পুনরুজ্জীবনের প্রথম পূর্বশর্ত হল হৃদয়ের ঐক্য।

কিন্তু আজ, আমরা অন্যদের সাথে বা এক জায়গায় প্রার্থনা তো দূরের কথা, এক ঘন্টার জন্যও ঐক্যবদ্ধ থাকতে সংগ্রাম করছি!

আজ আমরা যে ধরণের "ঐক্য" ধারণ করি তা প্রায়শই এরকম শোনায়:

"আমার সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে... আমি ভালো থাকতে চাই..."

এই ধরণের সহভাগিতা হল একটি আত্মকেন্দ্রিক ঐক্য।

কিন্তু যে ধরণের ঐক্য পুনরুজ্জীবনের স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তোলে তা হল

"যারা ঈশ্বরকে না জেনে অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে, এবং যে আত্মারা নরকের দিকে ধাবিত হচ্ছে, তাদের অবশ্যই জীবনদাতা যীশুকে জানতে হবে এবং আলোতে বাস করতে হবে!"

পুনরুজ্জীবন আমাদের সাথে শুরু করা যাক!
আমাদের দিনে আবারও প্রাথমিক প্রেরিতদের অভিজ্ঞতা শুরু হোক!
আসুন আমরা ঈশ্বরের প্রভাবে গড়ে উঠি, জগতের ক্ষণস্থায়ী প্রবণতা দ্বারা নয়।
পবিত্র আত্মার প্রজ্বলন ঘটুক - এবং কেবল যীশু খ্রীষ্টই বিখ্যাত হোন!

চাঞ্চল্যকর খবর

হাই বন্ধুরা,

কেমন আছো সবাই? চাঞ্চল্যকর খবর শিরোনামের এই সিরিজের মাধ্যমে আবারও তোমাদের সাথে দেখা করতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত!

এই মাসেও, আমি আরেকটি আশ্চর্যজনক খবর নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা করতে এসেছি।

কিন্তু তার আগে, এসো আমরা বাইবেলের কিছু কথা মনে করি - কীভাবে দানিয়েল, শদ্রক, মেশক এবং অবেদ্‌নগো, যাদের ব্যাবিলনে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারা সেই দেশের ইতিহাসকে নতুন করে রূপ দিতে শুরু করেছিলেন.. এই যুবকরা রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা নয়, বরং সাহসের সাথে আমাদের ঈশ্বরের শক্তি এবং গৌরব প্রকাশ করে সেই রাজ্যের প্রভাবশালী নেতা হয়েছিলেন। তারা কেবল মানুষকে প্রভাবিত করেননি - তারা সেই বিদেশী জাতির কর্মকর্তাদেরও জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন! যখন রাজা নবূখদ্নিৎসর সকলকে তাঁর সোনার মূর্তির কাছে মাথা নত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন শদ্রক, মৈশক এবং অবেদ্‌নগো নির্ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, একমাত্র সত্য ঈশ্বরের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন। ক্রোধে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা তাদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু এরপর যা ঘটেছিল তা ছিল আশ্চর্যজনক - তারা আনন্দের সাথে আগুনে অক্ষত অবস্থায় হেঁটেছিলেন এবং তাদের সাথে ছিলেন চতুর্থ ব্যক্তি যার উপস্থিতি রাজাকে হতবাক করে দিয়েছিল। এই অলৌকিক ঘটনা দেখে, নবূখদ্নিৎসর আমাদের ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস

স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁকে তাঁর ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

রাজার মুক্তির কারণ কী ছিল? এটি ছিল অটল

সেই চার যুবকের উদ্যম এবং আপোষহীন বিশ্বাস। দুঃখের বিষয় হল, আজকাল অনেক তরুণ বিশ্বাসী চাপের মুখে দ্রুত তাদের বিশ্বাসের সাথে আপোষ করে এবং ঈশ্বরের পক্ষে সাহসের সাথে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়।

এখন, তুমি হয়তো ভাবছো- আজও কি এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটে?

আমি যখন এই প্রশ্নটি নিয়ে ভাবছিলাম, ঠিক তখনই আমহার্স্ট শহর থেকে আমাদের কাছে একটি অবিশ্বাস্য গল্প এসে পৌঁছাল। রেভারেন্ড পিটার কার্টরাইট ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সুসমাচারের একজন শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন।

একদিন, তাকে একটি মেথোডিস্ট গির্জায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। রীতি অনুসারে, ধর্মোপদেশের আগে একটি স্তোত্র গাওয়া হয়েছিল। ঠিক তখনই, তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি - অ্যান্ড্রু জ্যাক-সন - ভেতরে এসে চুপচাপ বসে পড়লেন।

গির্জার পাদ্রী দ্রুত এগিয়ে এসে কার্টরাইটের কানে ফিসফিসিয়ে বললেন, "রাষ্ট্রপতি এখানে আছেন। দয়া করে এমন কিছু বলো না যা তাকে বিরক্ত করতে পারে।" কিন্তু কার্টরাইট, অধরা।

টেরেড, অনুতাপের বিষয়ে প্রচার করতে থাকলেন। তিনি মোটেও ভয় দেখাননি। সাহসের সাথে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "যদি তুমি অনুতাপ না করো, তাহলে ধ্বংস নিশ্চিত। ঠিক যেমন একজন অনুতাপহীন সাধারণ মানুষের জন্য ধ্বংস অপেক্ষা করছে, তেমনি একজন অনুতাপহীন রাষ্ট্রপতির জন্যও ধ্বংস অপেক্ষা করছে।"

গির্জার পাদ্রী হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু কার্ট-রাইট ছিলেন অবিচল। আর প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন? ক্ষুব্ধ হওয়ার চেয়েও তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রার্থনার পর, তিনি প্রচারকের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর দ্বারা উচ্চারিত ঐশ্বরিক সত্যের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান।

সেই সাক্ষাৎ তাদের বন্ধুত্বের সূচনা করে। ধাপে ধাপে, কার্টরাইট রাষ্ট্রপতিকে খ্রিস্টের আরও কাছে নিয়ে যান। অবশেষে, জ্যাকসন একজন সত্যিকারের খ্রিস্টান হয়ে ওঠেন এবং সেরা রাষ্ট্রপতিদের একজন হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। যে ব্যক্তি মানুষকে ভয় পায় সে কখনও একজন শক্তিশালী প্রচারক হতে পারে না। কাপুরুষরা প্রভুর সেনাবাহিনীতে সেবা করতে পারে না। "ধার্মিকরা সিংহের মতো সাহসী" (হিতোপদেশ ২৮:১)।

অন্ধরা যখন দেখতে পায়, অসুস্থরা সুস্থ হয়, নাকি চাহিদা পূরণ হয়, তখনই কি এটা অলৌকিক ঘটনা? না! একজন আত্মার উদ্ধার পাওয়াও একটা অলৌকিক ঘটনা। আর যখন ক্ষমতায় থাকা কেউ পরিত্রাণ পায়, তখন সেটা আরও বড় আশ্চর্যের বিষয়।

ঈশ্বর তোমাকে, যে এই লেখাটি পড়ছে, রাজা ও কর্মকর্তাদের সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত করছেন। তোমার মাধ্যমেই তিনি তাদের পরিত্রাণের আদেশ দেবেন। কিন্তু তা ঘটানোর জন্য, তোমাকে সেই ভয়কে কাটিয়ে উঠতে হবে যা তোমাকে পিছিয়ে রাখে। কার্টরাইটের নির্ভীক দৃঢ় বিশ্বাসই একজন সত্যিকারের খ্রিস্টান নেতার উত্থানের দিকে পরিচালিত করেছিল। ঈশ্বরভক্ত নেতাদের উত্থান তোমাদের মতো তরুণ বিশ্বাসীদের হাতে। তাহলে বন্ধুরা, তোমরা কি জাতিকে পরিবর্তন করতে প্রস্তুত?

(চলবে)

প্রার্থনা নির্দেশিকা

আগস্ট ২০২৫

1 আসুন আমরা ভারত জুড়ে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের জন্য মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি যারা মদ্যপানের দাসত্বে আবদ্ধ - যাদের মধ্যে ৭.৫% নারী।

2 আসুন আমরা স্কুল এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি যাদের জীবন গুলি মাদকাসক্তির কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

3 আসুন আমরা মাদকাসক্তির কারণে শিক্ষা, চাকরি এবং ভবিষ্যৎ হারিয়েছে এমন তরুণদের জন্য প্রার্থনা করি, যাতে তারা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসতে পারে।

4 আসুন আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক এবং তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যগুলিতে মদ নিষিদ্ধকরণের সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য প্রার্থনা করি, যা মদ বিক্রি থেকে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব আয় করে।

5 দেশের ৪৫% এরও বেশি অ্যালকোহল বিক্রির জন্য দায়ী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের হৃদয়ে একটি ঐশ্বরিক রূপান্তরের জন্য প্রার্থনা করি।

6 আসুন আমরা তাদের অনুতাপের জন্য প্রার্থনা করি যারা দারিদ্র্য ও বেকারত্বের কারণে মদ কিনতে চুরি ও ডাকাতির দিকে ঝুঁকে পড়ে।

7 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে আমাদের জাতি সেই ট্র্যাজেডি থেকে মুক্তি পাক যেখানে প্রতি মিনিটে ৩ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় - মদ্যপানের কারণে।

8 আসুন আমরা লিভার রোগ, মুখের ক্যান্সার, অগ্ন্যাশয়ের রোগ, যক্ষ্মা এবং অ্যালকোহল ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য অসুস্থতায় ভুগছেন এমন প্রায় ১ কোটি মানুষের আরোগ্য ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করি।

9 ভারতে, প্রতি ৮ মিনিটে একজন মহিলা জরায়ুমুখ বা মুখের ক্যান্সারের কারণে মারা যান। আসুন আমরা প্রতি বছর এই রোগে মারা যাওয়া ২,৮০,০০০ মহিলার মৃত্যু বন্ধ করার জন্য ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের জন্য প্রার্থনা করি।

10 আসুন আমরা যারা ক্যান্সারের সাথে লড়াই করছেন এবং চিকিৎসা নিচ্ছেন তাদের সম্পূর্ণ আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করি।

11 আসুন আমরা একটি ক্যান্সারমুক্ত প্রজন্ম তৈরির জন্য প্রার্থনা করি এবং সরকারগুলি যাতে অভাব ছাড়াই প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।

12 বিশ্বব্যাপী, দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ৭১৩ মিলিয়ন (১১ বছর আগে) থেকে বেড়ে ৮৩৮ মিলিয়নে পৌঁছেছে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে দারিদ্র্যের এই জোয়ার যেন বিপরীত হয়।

13 গুজরাটে, ৩.১ কোটির বেশি পরিবারের প্রতি তিনজনের মধ্যে একটি পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। আসুন আমরা রাজ্যের দারিদ্র্য অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করি।

14 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে সরকার যেন তামিলনাড়ুর ৩.৫৩৫ কোটি মানুষের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, যারা সরকারি চাকরির জন্য অপেক্ষা করছেন।

15 আসুন আমরা ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী ৭,৫৮,৬৩৯ জন তরুণ-তরুণীর জন্য চাকরির সুযোগের জন্য প্রার্থনা করি, যারা সরকারি চাকরির জন্য আবেদন করেছেন।

16 বিশ্বে ভারতে স্নাতকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি - ১০ কোটিরও বেশি - কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তার অবস্থান সর্বনিম্ন। আসুন আমরা এই পরিস্থিতিতে সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করি।

17 আসুন আমরা সরকারের কাছে প্রার্থনা করি যেন সরকারি অফিসে শূন্যপদ পূরণ করা হয় যাতে বেকার যুবকরা কাজ খুঁজে পেতে পারে এবং তাদের ভবিষ্যৎ সুখী হয়।

18 আসুন আমরা আহমেদাবাদ থেকে লন্ডন যাওয়ার পথে মর্মান্তিক এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনায় নিহত ২৪২ জন যাত্রীর পরিবারের সান্ত্বনা এবং আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করি।

19 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে সমস্ত বিমান ভ্রমণ দুর্ঘটনা এবং দুর্যোগ থেকে সুরক্ষিত থাকুক।

20 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যাতে পাইলট, বিমান পরিচারক এবং বিমান পরিবহন শিল্পের সকলেই যীশুকে জানতে এবং গ্রহণ করতে পারে।

21 আসুন আমরা ভারতের ৩৪টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার জন্য, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রার্থনা করি, যাতে সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐশ্বরিক জ্ঞান দান করা হয়।

22 বিশ্বজুড়ে ২০২৪ সালে, ১,৩৭৪টি ভূমিকম্প আঘাত হানে, যা অনেক দেশকে কাঁপিয়ে তোলে। আসুন আমরা ভবিষ্যতে এই ধরনের দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য প্রার্থনা করি।

23 বিগত বছরগুলিতে, ভূমিকম্পে প্রায় ৫৫০ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা আর কখনও না ঘটে।

24 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ হোক এবং সর্বত্র মানব মৎস্য সংরক্ষণ করা হোক।

25 আসুন আমরা বিশ্বব্যাপী ৩৪০ মিলিয়ন মানুষের জন্য মধ্যস্থতা করি যারা তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভুগছেন - যাতে তাদের খাবার দেওয়া যায়।

26 আমরা খাদ্য ঘাটতির কারণে ১৮টি দেশ থেকে বাস্তুচ্যুত ৯৬ কোটি মানুষের জন্য প্রার্থনা করি যাতে তারা তাদের নতুন দেশে শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং বসতি স্থাপন করতে পারে।

27 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে জলবায়ু পরিবর্তন, যা কৃষির জন্য হুমকিস্বরূপ এবং খাদ্য ঘাটতির দিকে পরিচালিত করে, তা নিয়ন্ত্রণ করা হোক।

28 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে সরকারি খাদ্য ত্রাণ ক্ষুধার্তদের কাছে পৌঁছায় এবং ক্ষুধার কারণে মৃত্যু অনেকাংশে কমে যায়।

29 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন পবিত্র আত্মা সমস্ত মানুষের উপর বর্ষিত হয়।

30 আসুন আমরা সারা বিশ্বের গির্জাগুলিতে একটি শক্তিশালী পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রার্থনা করি।

31 আসুন আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটি দানবীয় শক্তির ধ্বংসের জন্য এবং সমস্ত গির্জার ঐশ্বরিক সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করি।

পুনরুজ্জীবন বীজ

গত মাসে, আমরা অনুসন্ধান করেছিলাম কিভাবে মেরি স্লেসর, প্রভুর প্রতি তার গভীর ভালোবাসায় পরিচালিত হয়ে আফ্রিকায় সাহসের সাথে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছিলেন এবং অনেককে খ্রিস্টের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই মাসে, আসুন আমরা আরেকজন মিশনারির জীবনের দিকে তাকাই যিনি পিতামাতার বিরোধিতা উপেক্ষা করে মাত্র ৭০ ডলার হাতে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন এবং আজও বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করে চলেছেন।

ব্রুস ওলসন

ছোটবেলায়, ব্রুস ওলসন খ্রীষ্টকে তার জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। ১৫ বছর বয়সে, তিনি দক্ষিণ আমেরিকার অপ্রকাশিত লোক গোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার দ্বারা গভীরভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে, তিনি তাদের জন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন এবং এমনকি তাদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। ১৯৬১ সালে, ১৯ বছর বয়সে, ঈশ্বরের আহ্বানের স্পষ্ট নিশ্চিতকরণ এবং তার বাবা-মায়ের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও, ব্রুস তার পকেটে ৭০ ডলারের বেশি কিছু না নিয়ে একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে ভেনেজুয়েলা শহরে চলে যান। শীঘ্রই তার টাকা ফুরিয়ে যায়, যার ফলে তাকে কেবল ঈশ্বরের বিধানের উপর নির্ভর করতে বাধ্য করা হয়। এই সময়ের মধ্যে, তিনি স্প্যানিশ ভাষায়ও সাবলীল হয়ে ওঠেন।

যখন তিনি মোটিলোন উপজাতি সম্পর্কে জানতে পারলেন - একটি আদিবাসী গোষ্ঠী যারা বহিরাগতদের প্রতি চরম বিচ্ছিন্নতা এবং শত্রুতার জন্য পরিচিত, তখন তার হৃদয় উদ্বেগে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে, সরকার সমস্ত বিদেশীদের অবিলম্বে ভেনেজুয়েলা ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ জারি করে। পরবর্তী কী করবেন তা নিশ্চিত না হয়ে, ব্রুস সাহায্য খুঁজে পান।

তিনি যেখানে ছিলেন সেখানকার কারো কাছ থেকে। এই ব্যক্তি ব্রুসকে দক্ষিণ আমেরিকায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং উপজাতিদের মধ্যে কাজ শুরু করতে তাকে সাহায্য করেছিলেন।

একদিন, একজন স্থানীয় ব্যক্তির নির্দেশনায়, ব্রুস ঘন বনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে মোটিলোন উপজাতির সন্ধানে। বেশ কয়েক দিন পর, যখন তারা উপজাতির অঞ্চলের প্রান্তে পৌঁছায়, তখন গাইডটি তাকে দেখিয়ে বলল, "এখানেই

মোটিলোন লোকেরা বাস করে," এবং হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্রুস যখন এগিয়ে যেতে লাগল, তখন ছয় ফুট লম্বা একটি তীর বাতাসে বিদ্ধ হয়ে তার উরুতে বিদ্ধ হয়ে গেল। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন সে জেগে উঠল, তখন সে নিজেকে বর্শাধারী লোকদের দ্বারা বেষ্টিত দেখতে পেল। উপজাতি প্রধান উপস্থিত না থাকায়, তারা তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করার পরিবর্তে একটি বাড়িতে আটকে রেখেছিল। ব্রুস দুই দিন সেখানেই ছিল, যতক্ষণ না কয়েকজন শিকারী তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দুই সপ্তাহের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। যে বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তাতে দ্বিধা না করে, ব্রুস আবারও মোটিলোন জনগণের কাছে খ্রীষ্টের কথা ঘোষণা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যখন তিনি আবার তাদের গ্রামের কাছে এলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন পাঁচজন তরুণ যোদ্ধা তীর নিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছেন। ওলসন দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, কিন্তু তারা আক্রমণ করার পরিবর্তে তাকে উপজাতি প্রধানের কাছে নিয়ে গেলেন। পথে, ব্রুস জন্ডিসের কারণে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তবুও, যুবকরা তাকে প্রধানের কাছে নিয়ে গেল। ভেবেছিল যে সে যেভাবেই হোক মারা যাবে, তারা তাকে তাদের বিশাল সম্প্রদায়ের কুঁড়েঘরে শুইয়ে দিল, প্রকৃতিকে তার গতিপথ অনুসরণ করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সেই রাতে, ব্রুস ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো যখন সবাই ঘুমাচ্ছিল এবং বাইরে খোলা মাঠে লুটিয়ে পড়ল।

একজন পাইলট খোলা আকাশের নিচে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকা এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পান এবং তাকে উদ্ধারের জন্য একটি হেলিকপ্টার অবতরণ করেন। দূর থেকে পর্যবেক্ষণকারী উপজাতির লোকেরা বিশ্বাস করেন যে "আকাশ থেকে আসা একটি বিশাল ঈগল" তাকে নিয়ে গেছে। পরের সপ্তাহেই, ব্রুস একই গ্রামে ফিরে আসেন, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং চোখের সংক্রমণে ভুগছেন এমন গ্রামবাসীদের চিকিৎসা শুরু করেন। যখন তারা সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন গ্রামপ্রধান এবং লোকেরা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। মোতিলোনের লোকেরা "ডিবোডিবো" নামক এক দেবতার পূজা করত, যাকে তারা বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাসকে সূচনা বিন্দু হিসেবে ব্যবহার করে, ওলসন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ডিবোডিবো হলেন একজন প্রেমময় ঈশ্বর যিনি মোটিলোন জনগণের সাথে বাস করতে চান। তিনি তাদের বলেছিলেন যে এই ঈশ্বর তাঁর পুত্র, যীশু খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন। ওলসন ভাগ করে নিয়েছিলেন যে, যে কেউ তাদের পাপ স্বীকার করবে এবং যীশুকে গ্রহণ করবে তাকে ডিবোডিবোর মহান গৃহে স্বাগত জানানো হবে। ধীরে ধীরে, হৃদয় প্রভুর দিকে ফিরতে শুরু করে।

পরিবর্তনটি তাৎক্ষণিকভাবে ঘটেনি। ওলসন ধৈর্য ধরে তাদের পাপপূর্ণ অভ্যাসের মুখোমুখি হয়েছিলেন, দেখিয়েছিলেন যে ঈশ্বর কী অসন্তুষ্ট করেন। সময়ের সাথে সাথে, লোকেরা তাঁর কথা শুনতে শুরু করেছিল। যে যুবকটি প্রথমে ওলসন - যার নাম কোরাইরা --কে তীর ছুঁড়েছিল, সে-ই প্রথম অনুতপ্ত হয়েছিল এবং খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল। তাকে অনুসরণ করে, অনেক মোটিলোনিয়ান মানুষ প্রভুর দিকে ফিরেছিল। ২৮ বছরের পরিচর্যার সময়, ব্রুস ওলসন মোটিলোনিয়ানদের মধ্যে ১০টি চিকিৎসা কেন্দ্র, ১৫টি কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র, ৮টি বাণিজ্য বাজার, ১২টি স্কুল এবং অসংখ্য গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রিয় তরুণ পাঠকগণ, তীরের আঘাতে বিদ্ধ হওয়া, রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং ক্রমাগত নিজের জীবনের ঝুঁকি নেওয়া সত্ত্বেও, ব্রুস ওলসন নির্ভীকভাবে খ্রিস্টের প্রেমকে মোটিলোন উপজাতির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের মুক্তির দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজ, ৮৩ বছর বয়সে, তিনি কেবল বারি জনগণের মধ্যেই নয়, কলম্বিয়ার জঙ্গলে অসংখ্য অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেবা করে চলেছেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস এবং তাঁর আহ্বানের প্রতি আনুগত্য তাঁকে ঈশ্বরের রাজ্যে একজন পথিকৃৎ করে তুলেছে। যদি আপনার আত্মসমর্পণের হৃদয় থাকে, তাহলে ঈশ্বর আপনাকেও প্রবলভাবে ব্যবহার করতে পারেন!

আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

গত ছয় মাস ধরে, "আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা" শিরোনামের সিরিজের অধীনে আমরা বিভিন্ন ধরণের প্রার্থনা অন্বেষণ করেছি - মধ্যস্থতামূলক প্রার্থনা, বিনতি, অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা, উপবাস প্রার্থনা, করুণাপূর্ণ প্রার্থনা এবং যুদ্ধ প্রার্থনা। এই মাসে, আমরা এলিজা কীভাবে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি কী জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং তার আন্তরিক প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়েছিল কিনা তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করব।

আন্তরিক প্রার্থনা

"এলিয় আমাদের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যেন বৃষ্টি না হয়, এবং অর্ধেক বছর ধরে জমিতে বৃষ্টি হয়নি"(যাকোব ৫:১৭)। তিন এবং এক

যদিও এলিয় একজন ভাববাদী ছিলেন, বাইবেল জোর দিয়ে বলে যে আমরা একজন সাধারণ মানুষ। তবুও, যখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, তখন স্বর্গ সাড়ে তিন বছর ধরে বৃষ্টি বন্ধ করে রেখেছিল।

এলিয় দীর্ঘ প্রার্থনা করেননি। তাঁর বাক্য সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু তাঁর প্রার্থনা ছিল উদ্দেশ্যপূর্ণএবং শক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বর এই ধরনের মনোযোগী প্রার্থনা শুনেছিলেন এবং সাড়া দিয়েছিলেন।

"আমায় উত্তর দাও, প্রভু, আমায় উত্তর দাও, যাতে এই লোকেরা জানতে পারে যে, তুমিই ঈশ্বর, এবং তুমিই তাদের হৃদয়কে আবার ফিরিয়ে আনছো" (১ রাজাবলি ১৮:৩৬-৩৭)। বালের ৪৫০ জন ভাববাদীর সামনে, এলিয় একা দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু আন্তরিক প্রার্থনার মাধ্যমে, তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে "প্রভুই ঈশ্বর।" তিনি প্রার্থনা শেষ করার সাথে সাথে, স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে পোড়ানো-বলিদান, কাঠ, পাথর, ধুলো গ্রাস করে।

এবং প্রনালিস্তিত জলও (১ রাজাবলি ১৮:৩৮)

আমাদের প্রার্থনাও সবসময় দীর্ঘ হতে হবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এর গভীরতা, উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাস। ঈশ্বরের উপর আস্থা সহকারে উচ্চারিত একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থপূর্ণ প্রার্থনা স্বর্গকে নাড়া দিতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে আমাদের সর্বদা সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করা উচিত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ছোট হলেও, আমাদের প্রার্থনা ইচ্ছাকৃত, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এবং ঈশ্বরের উপর অটল আস্থায় পূর্ণ। তবেই আমরা নিশ্চিতভাবে উত্তর পাব।

এলিজার মানবতা এবং বীরত্ব

যদিও এলিয় একজন ভাববাদী ছিলেন, তিনিও কষ্ট এবং দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে হেঁটেছিলেন। তিনি একবারচিৎকার করে বলল, "যথেষ্ট হয়েছে, প্রভু; আমার প্রাণ নাও!"

ঈষেবলের হুমকি তাকে এতটাই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। যদিও এলিয় আমাদের মতোই মানুষ এবং দুর্বল ছিলেন, তিনি ঈশ্বরের কাছে হাল ছাড়েননি এবং ঈশ্বরও তাকে কখনও হাল ছাড়তে দেননি।

একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি: এলিয় প্রার্থনা করলেন এবং মৃত শিশুটিকে জীবিত করে তুলে আনলেন।

একজন বাধ্য মানুষ: যখন ঈশ্বর বললেন দুর্ভিক্ষের সময় নদীর ধারে থাকার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হলে, তিনি তা মেনে চলেন। সারিফতে বিধবার সাথে থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলে, তিনি আবারও তা মেনে নেন।

সাহসী একজন মানুষ: তিনি নির্ভীকভাবে রাজা আহাব এবং ইস্রায়েলের লোকদের মুখোমুখি হয়ে ঘোষণা করলেন, "যদি বাল ঈশ্বর হয়, তাহলে তাকে অনুসরণ করো; কিন্তু যদি প্রভু ঈশ্বর হন, তাহলে তাকে অনুসরণ করো।"

একজন শক্তিশালী প্রার্থনা যোদ্ধা: এলিজা প্রার্থনা করেছিলেন বৃষ্টি থামাতে এবং আবার ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন এবং ঈশ্বর তার প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলেন।

অগ্নি ও শক্তির একজন মানুষ: এলিজা ডেকেছিলেন স্বর্গ থেকে আগুন বর্ষণ করেছেন, অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন, রাজকীয়তার বিরুদ্ধে সাহসের সাথে দাঁড়িয়েছেন, বালের ভাববাদীদের পরাজিত করেছেন, পবিত্র আত্মার অভিষেকে চলেছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদীদের একজন হিসেবে সম্মানিত।

এলিয়ের পাঁচটি আন্তরিক প্রার্থনা

✦ বৃষ্টি থামাতে: যখন ইস্রায়েলীয়রা বাল দেবতার উপাসনা করত। এলিয় খরার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং ঈশ্বর বৃষ্টি থামিয়ে দিয়েছিলেন (যাকোব ৫:১৭)।

✦ বিধবার পুত্রকে লালন-পালন করা: দুর্ভিক্ষের সময়, সারিফতের পুত্রের বিধবা স্ত্রী মারা যান। এলিয় তিনবার প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বর ছেলেটির জীবন পুনরুদ্ধার করেন (১ রাজাবলি ১৭:২১-২২)।

✦ প্রভুই ঈশ্বর প্রমাণ করার জন্য: বাল এবং প্রভুর মধ্যে একটি জাতীয় লড়াইয়ে, এলিয় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং স্বর্গ থেকে আগুন নেমে আসে (১ রাজাবলি ১৮:৩৬-৩৭)।

✦ বৃষ্টি আনার জন্য: খরার পর, এলিয় হাঁটু গেড়ে বৃষ্টির জন্য সাতবার প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বর বৃষ্টি পাঠিয়েছিলেন (১ রাজাবলি ১৮:৪২-৪৫)।

✦ মৃত্যু: যখন ঈষেবল তাকে হত্যা করতে চাইছিল, তখন এলিয় চিৎকার করে বলেছিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে, প্রভু; আমার প্রাণ নাও।" কিন্তু ঈশ্বর তার প্রাণ না নিয়ে বরং এলিয়কে জীবিত অবস্থায় স্বর্গে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন (১ রাজাবলি ১৯:৪)।

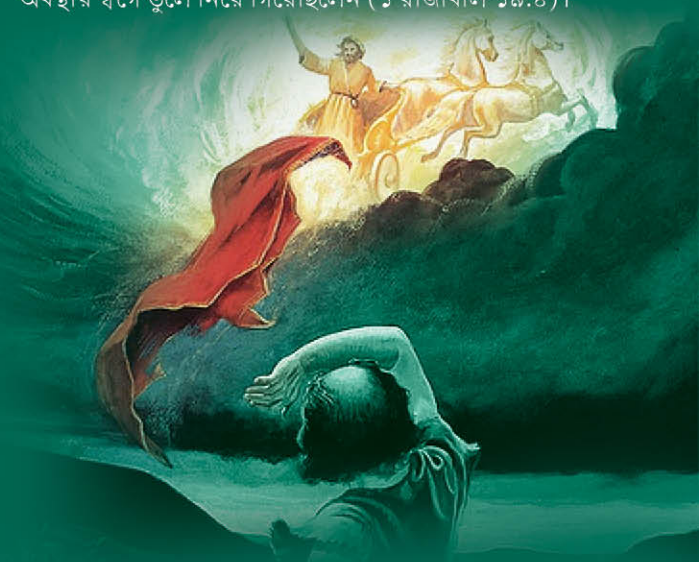

প্রিয় তরুণ প্রার্থনার যোদ্ধারা!

ঈশ্বর এলিয়ের পাঁচটি আন্তরিক প্রার্থনার প্রতিটির উত্তর দিয়েছিলেন। আমরা যদি এলিয়ের মতো উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতার সাথে আমাদের প্রার্থনা করি, তাহলে আমরাও ঐশ্বরিক উত্তর পাব। আসুন আমরা আগ্রহের সাথে, আন্তরিক প্রার্থনার দ্বারা এগিয়ে যাই এবং পৃথিবীতে স্বর্গের শক্তি অনুভব করি!